অনড় আলিপুরদুয়ার, বিকল্প চায় কোচবিহার

প্রসঙ্গ : দার্জিলিং মেল

ট্রেনের দাবিতে অনশন দলগাঁওয়ে। -সংবাদচিত্র

আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার ব্যুরো, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দার্জিলিং মেলকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পর সম্প্রসারণ কোনো ভাবনা নেই রেলকর্তাদের- এহেন ঘোষণার পরেও নিজেদের দাবিতে অনড় রয়েছে কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার। মঙ্গলবার দার্জিলিং মেলকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত সম্প্রসারণ এবং সেখান থেকেই ফিরতি ট্রেন ছাড়ার দাবিতে আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার দলগাঁও স্টেশনে অনশনে বসে তৃণমূল কংগ্রেস। এই কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়েছে আলিপুরদুয়ারের একাধিক অরাজনৈতিক সংগঠন। যদিও এক রেলকর্তার সঙ্গে বৈঠকের পর দুপুরেই সেই অনশন তুলে নেওয়া হয়। কোচবিহার থেকে দাবি উঠেছে- হয় দার্জিলিং মেলকে নিউ কোচবিহার হয়ে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত চালানো হোক নতুবা বিকল্প হিসেবে এই রুটে একটি নতুন সুপারফাস্ট ট্রেন দেওয়া হোক। এই দাবি সংসদের আগামী অধিবেশনে তুলবেন বলে জানিয়েছেন কোচবিহারের সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। এনিয়ে তিনি রেলমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন বলেও জানিয়েছেন।

এদিন সকালেই দলগাঁও স্টেশনে অনশন শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস। খবর পেয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেশনাল ম্যানেজার দলগাঁও স্টেশনে যান। তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর অনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার জেলা সহসভাপতি প্রশান্ত নাহা জানান, রেল আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা সন্তুষ্ট হলেও দার্জিলিং মেলের দাবি থেকে সরছেন না। জেলার তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ডুয়ার্স রুটেই চালাতে হবে দার্জিলিং মেলকে। কলকাতা যাতায়াতের ক্ষেত্রে ডুয়ার্সের মানুষের এখন ভরসা শুধু কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। এই রুটে ট্রেন চললে তা বদলে হাজার হাজার মানুষ, প্রতিবেশী দেশ ভুটানের বাসিন্দারাও উপকৃত হবেন। তৃণমূল নেতাদের সাফ দাবি, দার্জিলিং মেলের দাবিতে আন্দোলন চলবেই। আলিপুরদুয়ারের সমাজকর্মী রাতুল বিশ্বাস, তরাই-ডুয়ার্স নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক ল্যারি বসু, চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে প্রমুখ জানিয়েছেন, দার্জিলিং মেলের দাবিতে যেকোনো আন্দোলনকে তাঁরা সমর্থন করবেন। এই রুটে দার্জিলিং মেল না চালানোর অন্যতম কারণ হিসেবে ডুয়ার্স রুটে হাতির করিডর থাকার যে যুক্তি রেল দিয়েছে তা খণ্ডন করে তাঁরা বলেন, হাতি বাঁচিয়ে ট্রেন চালাতে যেসব পদক্ষেপ করার কথা ছিল রেলের, তার বেশিরভাগই রূপায়ণ করেনি রেলমন্ত্রক ও বন দপ্তর। রেল ও বন দপ্তরের সমন্বয়ের অভাবেই বারবার হাতি ট্রেনে কাটা পড়ছে। হাতি বাঁচিয়েও এই রুটে ট্রেন চালানো সম্ভব, মন্তব্য তাঁদের।

ট্রেন নিয়ে বিতর্কে এদিনও ফের মুখ খুলেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, বৃহত্তর স্বার্থেই নিউ কোচবিহার দিয়ে দার্জিলিং মেলকে চালানো হোক। যাঁরা এর বিরোধিতা করছেন, তাঁদের ভাবনার পুনর্বিবেচনার আর্জিও জানিয়েছেন রবিবার। এর ফলে উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ উপকৃত হবেন।

কোচবিহারের একাধিক ব্যবসায়ী সংগঠনের তরফেও দার্জিলিং মেলকে সম্প্রসারণের দাবি জানানো হয়েছে। কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সম্পাদক রাজেন্দ্রকুমার বৈদ বলেন, ট্রেনটিকে নিউ কোচবিহার দিয়েই চালাতে হবে। এখন যেহেতু এনজেপি-নিউ কোচবিহার রুটে অনেকটা ডবল লাইন হয়ে গিয়েছে তাই খুব দেরিও হবে না। দাবি মানা না হলে রেলের দপ্তর ঘেরাও করার হুমকিও দিয়েছেন তিনি। দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামীর মতে, ট্রেনটি নিউ কোচবিহারে এলে কোচবিহার সহ নিম্ন অসমের মানুষও উপকৃত হবেন। এ নিয়ে তিনি গণ কনভেনশনের কথাও বলেছেন। কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক চাঁদমোহন সাহা বলেন, একান্তই যদি দার্জিলিং মেলের সম্প্রসারণ করা না যায় তাহলে বিকল্প হিসেবে কোচবিহার থেকে একটি নতুন সুপারফাস্ট ট্রেন চালানো হোক।

রাস্তা পেল জলপাইগুড়ি

নাগরাকাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি জেলায় একযোগে ৭৪৮ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তার উদ্বোধন, শিলান্যাস ও ঘোষণা করলেন জেলাশাসক রচনা ভগত। মঙ্গলবার নাগরাকাটা হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত রাস্তা নিয়ে একটি বিশেষ জেলা পর্যায়ের সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ওই কাজের সূচনা হয়। এবার রাজ্যের অন্যান্য জেলাপরিষদের চেয়ে জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদ রাস্তা সংস্কার ও নির্মাণে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি টাকা পেয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা জানিয়েছেন। চা বাগান, বনবস্তি থেকে শুরু করে জেলার ৭টি ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পাকা রাস্তা তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। জেলাপরিষদের মাধ্যমে রাস্তা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ২৭ কোটি টাকা। কয়েকটি রাস্তা নির্মাণের কাজ অবশ্য শেষ হয়ে গিয়েছে। সেগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে এদিনের অনুষ্ঠান থেকে। পাশাপাশি প্রতি ব্লকেও আলাদা আলাদা করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠানটি হয়েছে নদিয়াতে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সবকটি জেলা মিলিয়ে ১২ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণের কাজের উদ্বোধন করেন। নাগরাকাটা ব্লক এবার মোট ২৯টি নয়া রাস্তা পাচ্ছে বলে জেলাশাসক জানিয়েছেন। তার মধ্যে ১৮টি রাস্তা জেলাপরিষদের মাধ্যমে ও ১১টি রাস্তা বাংলার গ্রাম সড়ক যোজনার মাধ্যমে। বেশিরভাগই চা বাগানের রাস্তা।

শ্বশুরবাড়ির নির্যাতন

ধূপগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, এমনটাই অভিযোগ ধূপগুড়ি ব্লকের ডাউকিমারির বাসিন্দা ঊর্মিলা দেবনাথ সরকারের। তিনি পেশায় ঝাড়আলতা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩১৯ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ির কর্মী, পাশাপাশি স্থানীয় বুথ লেভেল অফিসারও। নির্যাতনের ঘটনায় স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি সহ মোট ১২ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছেন তিনি। কিন্তু এখনও কেউ গ্রেফতার না হওয়ায় আতঙ্কে দিন কাটছে ঊর্মিলাদেবীর। এরফলে সরকারি কাজগুলিতেও যথেষ্ট প্রভাব পড়ছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

প্রায় ১৪ বছর আগে ডাউকিমারির ব্যবসায়ী বরুণ সরকারের সঙ্গে বিয়ে হয় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ঊর্মিলার। মহিলার অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই যৌতুক ও নানা কারণে মারধর শুরু করে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। এমনকি না জানিয়ে অসুস্থ অবস্থায় সুস্থ করে তোলার নাম করে তাঁকে মানসিক রোগের ওষুধ খাওয়ানো হত। রবিবার রাতে তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টাও করে স্বামী ও বাকি অভিযুক্তরা। প্রাণ বাঁচিয়ে রাতটুকু বাড়ির ঠাকুরঘরে কাটিয়ে সোমবার সকালেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। ওইদিনই ভাইদের সাহায্য নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঊর্মিলাদেবী আরও অভিযোগ করে বলেন, শুধু মানসিক রোগের ওষুধ খাওয়ানোই নয়, শ্বাসরোধ সহ নানাভাবে প্রাণে মারার চেষ্টাও করেছে স্বামী। প্রতিবারই বেঁচে ফিরেছেন। বর্তমানে শ্বশুরবাড়িতেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নানা প্রয়োজনীয় কাগজ রয়েছে। কিন্তু সেখানে ঢুকতে না পারায় সেগুলিও আনা সম্ভব হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা মহিলা। অভিযুক্ত স্বামী বরুণ সরকার ও তার পরিবারের কেউই এই বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ।

এদিকে, ধূপগুড়ি ব্লক আইসিডিএস দপ্তরের পক্ষ থেকেও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ধূপগুড়ি থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। তার ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সেচের উপকরণ বিলি

জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনার অঙ্গ হিসাবে জলপাইগুড়ি জেলার ১২২ জন ক্ষুদ্র চা চাষিকে সেচের উপকরণ দেওয়া হল। ময়নাগুড়ি ব্লকের রামসাই অঞ্চলে ৩১ জন, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে কালিপাথরে ১০ জন, রংধামালিতে ২১ জন ও লালাবাজারপাড়ায় ৬০ জন চাষির হাতে সেচের উপকরণ দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ঋতু পরিবর্তনের ফলে উত্তরবঙ্গে পূর্বের মতো বৃষ্টি হয় না। বিগত কয়েক বছরে খড়ার প্রকোপের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন চাষিরা। পোকার আক্রমণেও ক্ষুদ্র চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ক্ষুদ্র সেচের প্রসার হওয়াতে নিশ্চিতভাবে ক্ষুদ্র চা চাষিরা উপকৃত হবেন। তিনি আরও বলেন, বুধবার মাল ব্লকের মৌলানি এবং ময়নাগুড়ি ব্লকের ভোটপট্টিতে শতাধিক ক্ষুদ্র চা চাষিদের সেচের উপকরণ দেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে ক্ষুদ্র চা চাষি বুধারু রায় বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষুদ্র সেচের উপকরণ দেওয়ার কর্মসূচিতে তাঁরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

ধূপগুড়ি-ফালাকাটা ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের মেরামতির কাজ চলছে। ছবি ঃ শুভাশিস বসাক

খবরের জের

রাস্তা মেরামতের কাজ ফের শুরু

ধূপগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে অবশেষে বন্ধ হয়ে থাকা ধূপগুড়ি-ফালাকাটা ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের মেরামতি প্রায় তিন মাস আগে ধূপগুড়ি থেকে শুরু করে ঠিকাদারি সংস্থাটি। জানা গিয়েছে, জাতীয় (সড়ক) হলেও ধূপগুড়ি থেকে ১৫.৭ কিলোমিটার সড়ক রাজ্য পূর্ত সড়ক বিভাগের হাতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দেওয়া হয়েছে। সড়ক বেহাল হতেই পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে টেন্ডার ডেকে ঠিকাদারি সংস্থাকে কাজের বরাত দেওয়া হয়। মেরামতের দায়িত্ব ঠিকাদারি সংস্থার হাতে তুলে দেবার পরে দ্রুতগতিতেই কাজ চলছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেও কাজ বন্ধ করে দেয় সংস্থাটি। এতে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষও। কাজ শুরু করতে বলেন মন্ত্রী।

কাজ বন্ধ হওয়ায় যাত্রীদের হয়রানির বিষয়টি সামনে আসে। ঘটনাটি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের দ্বিতীয় পাতায় ‘রাস্তা মেরামতের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যা’ শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়। এরপরই নড়েচড়ে বসে পূর্ত সড়ক কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার পুনরায় কাজ শুরু হয়েছে। তবে অত্যন্ত ধীর গতিতে কাজ হওয়ায় নিত্যযাত্রীরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। নিত্যযাত্রী জনৈক সুদীপ দাস বলেন, প্রায় ৩ মাস ধরে সড়ক মেরামতের কাজ চলছে। রেলপথ ছাড়া একমাত্র এই সড়ক ধূপগুড়ি ও ফালাকাটার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। দ্রুত কাজ শেষ করার দাবি জানান তিনি।

এদিকে, বিভাগের পূর্ত (সড়ক) জলপাইগুড়ি জেলার আধিকারিকরা বলেন, ঠিকাদারি সংস্থাকে দ্রুত কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। কাজ শেষ করার সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে কাজ শেষ হয়ে যাবে। -সংবাদ নিউজ সার্ভিস

ক্ষতিগ্রস্তদের চেক বিলি

রাজগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজগঞ্জের তিস্তার চরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের তিন কোটি টাকা সাহায্য দিল রাজ্য সরকার। স্টেট ডিজাস্টার রিলিফ ফান্ড (এসডিআরএফ) থেকে তিস্তার চরের ২১৮৬ জনকে ওই অর্থ দেওয়া হল। মঙ্গলবার বেলাকোবা কিষান মান্ডিতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্লকের কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়।

ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তা অম্বিকা সেনাপতি বলেন, গত বছর বন্যায় রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জঙ্গলমহল মৌজার বাসিন্দাদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ওই মৌজায় গজলডোবা এলাকার মিলনপল্লি, টাকিমারি, মহারাজঘাট সহ তিস্তার চরের কয়েকটি গ্রাম রয়েছে। বাসিন্দারা গরিব কৃষক। বন্যায় জঙ্গলমহল মৌজার ২১৮৬টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারও ঘর, কারও চাষের জমি তিস্তার গ্রাসে চলে গিয়েছে। বন্যা ছাড়াও অতিবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হয়েছে। ওই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ১৪০ জনের ঘর নষ্ট হয়েছে, বাকি পরিবারের ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে বা চাষের জমি তিস্তার গর্ভে চলে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের আবেদন ছাড়াও দপ্তরের পক্ষ থেকে সরেজমিনে তদন্ত করার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে রিপোর্ট পাঠানো হয়। এসডিআরএফ থেকে ৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ১০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ঘর ও জমি ক্ষতিগ্রস্তদের ২৭ হাজার টাকা এবং ফসল ক্ষতিগ্রস্তদের প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এদিন পরিবারগুলির হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জের বিডিও পেমা শেরপা, বিধায়ক খগেশ্বর রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অহিদার রহমান, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হরিপদ রায় প্রমুখ। – সংবাদ নিউজ সার্ভিস

এক বছরের চাওয়া-পাওয়া নিয়ে জল্পনা

আজ বর্ষপূর্তি কালিম্পং জেলার

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার কালিম্পং জেলা এক বছরে পা দিচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে জেলার ওয়েবসাইট উদ্‌বোধন সহ দিনভর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে জেলা প্রশাসন। কিন্তু জেলা গঠনের এক বছরে কী পেল কালিম্পং তা নিয়ে জেলার রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। কেননা, জেলা প্রশাসনিকস্তরে বহু পদই এখনও এই জেলায় সৃষ্টি হয়নি। নেই জেলা জজও। এমনকি শিক্ষা ক্ষেত্রেও এখনও জেলার কোনো পরিকাঠামোই নেই কালিম্পংয়ে। প্রশাসনিক কর্তাদের বক্তব্য, এক বছরে সমস্ত প্রশাসনিক পরিকাঠামো তৈরি করা যায় না। তার মধ্যে তিন মাস পাহাড় বন্ধ থাকায় পুরো প্রক্রিয়া আরও পিছিয়ে গিয়েছে। তবে, জেলার পরিকাঠামো গড়তে আরও সময় দেওয়া প্রয়োজন বলেই মন্তব্য করেছেন জন আন্দোলন পার্টির (জাপ) সভাপতি ডঃ হরকাবাহাদুর ছেত্রী। তিনি বলেছেন, একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কয়েক বছর সময় দিতে হবে।

গত বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনস ডেতে কালিম্পংবাসীকে জেলা উপহার দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা গঠনের দিনই জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার পদে দুই আধিকারিককে মঞ্চে পরিচয়ও করানো হয়েছিল। কিন্তু গত এক বছরে সেভাবে জেলার পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি কালিম্পংয়ে। জেলাশাসক ছাড়াও একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক পেয়েছে কালিম্পং। কিন্তু একটি জেলায় ন্যূনতম তিনজন অতিরিক্ত জেলাশাসক থাকার কথা। কালিম্পংয়ে তা না থাকায় একজন অতিরিক্ত জেলাশাসককেই জেলার সাধারণ কাজকর্ম দেখাশোনার পাশাপাশি উন্নয়ন এবং ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের দায়িত্বও সামলাতে হচ্ছে। জেলা প্রশাসনিক কার্যালয়ও তৈরি হয়নি। মূলত এডুকেশন হাব কালিম্পংয়ে এখনও প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক দুটি স্তরেই জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি হয়নি। একজন অতিরিক্ত ইনস্পেকটর অব স্কুলস আগের মতোই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরে একজন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক দেওয়া হলেও দপ্তরের কর্মীসংখ্যা একেবারেই নগণ্য। এমনকি আগে এখানে একজন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক থাকলেও বর্তমানে তাঁকে উত্তর দিনাজপুর জেলায় বদলি করে দেওয়া হয়েছে। ফলে কালিম্পংয়ে কোনো মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক নেই। কালিম্পং মহকুমা আদালতে জেলা আদালতের হোর্ডিং বসানো হলেও এখানে আজ পর্যন্ত জেলা জজ দেওয়া হয়নি। ফলে আদালতের বহু কাজ এখনও দার্জিলিং থেকেই করতে হচ্ছে। এমনকি গরুবাথানকে মহকুমা হিসাবে তৈরি করা, লাভা লোলেগাঁও নিয়ে পৃথক থানা তৈরির কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু কোনোটারই বাস্তবায়ন হয়নি। প্রশাসন সূত্রের খবর, সমস্তটাই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। ধীরে ধীরে কালিম্পং পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসাবে গড়ে উঠবে।

বিপিএমও-র বিক্ষোভ

নাগরাকাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত ফাইনান্সিয়াল রেজোলিউশন অ্যান্ড ডিপোজিট ইনশিয়োরেন্স (এফআরডিআই) বিলের বিরুদ্ধে কলাবাড়ির উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বাম মনোভাবাপন্ন গণসংগঠনগুলির মিলিত মঞ্চ বেঙ্গল প্ল্যাটফর্ম অফ মাস অর্গানাইজেশন বা বিপিএমও। মঙ্গলবার বিকেলে ওই মঞ্চের পক্ষ থেকে আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়ি বাজারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সংশ্লিষ্ট মঞ্চের নেতাদের দাবি, কেন্দ্রের ওই বিল সর্বনাশা। তা আইনে পরিণত হলে গরিব মানুষের কষ্টার্জিত টাকা ব্যাংকে থাকলেও তা ফেরত নাও মিলতে পারে। দ্রুত ওই বিল বাতিলের দাবিতে বিপিএমও নেতা তৃষ্ণা বড়ুয়া, দীপক কুণ্ডু, জ্যোতি গোস্বামী, ভক্তবাহাদুর ছেত্রী, গোপাল ছেত্রী ও অন্যরা বক্তব্য রাখেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামীর জন্মজয়ন্তী

নাগরাকাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী তিলকা মাঝির ২৬৮তম জন্মজয়ন্তী পালন করল ডুয়ার্স সাঁওতাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি। মঙ্গলবার নাগরাকাটার সুখানিবস্তির ফাতু লাইনে ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে তিলকা মাঝির জন্মদিনকে ঘিরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও সাঁওতাল সমাজে তিলকা মাঝির অবদান নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়। আয়োজক সংগঠনের কর্মকর্তারা ছাড়া এলাকার বাসিন্দারা সেখানে বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নিখিল হাঁসদা বলেন, ‘তিলকা মাঝি ছিলেন ভারতের প্রথম স্বীকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর জীবনদর্শন ও বীরত্বের কথা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতেই আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি।’ এলাকার স্কুলকলেজের পড়ুয়াদের ওই অনুষ্ঠানে শামিল করা হয়।

ডিএলএডের পরীক্ষা

ধূপগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক বিভাগে কর্মরত প্যারাটিচারদের দূরশিক্ষার মাধ্যমে ডিএলএড কোর্সের প্রথম বর্ষের পরীক্ষার প্রথম দিন শান্তিতেই কাটল ধূপগুড়িতে। এদিন ধূপগুড়ি বিএড কলেজ এবং ধূপগুড়ি পিটিটিআই-এ প্রথমার্ধে ইউসিআইসি এবং দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা পরীক্ষা হয়। জানা গিয়েছে, দুটি কলেজ মিলে এদিন মোট ৩০০ জন প্যারাটিচার পরীক্ষা দিয়েছেন। এরা সকলেই জেলার বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে পাঠরত।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স নিয়েও চুটিয়ে ব্যবসা চিকিৎসকদের

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স নিয়েও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বেশকিছু চিকিৎসক দিব্যি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন। অভিযোগ, বারবার প্রশ্ন উঠলেও চিকিৎসকদের এই বেআইনি কাজ বন্ধ করতে কোনো পদক্ষেপই করা হচ্ছে না। সূত্রের খবর, এই চিকিৎসকদের একাংশের মদতেই মেডিকেলে দালালচক্রের বাড়বাড়ন্ত। বিষয়টি নিয়ে মেডিকেলের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ডাঃ রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘আমি পুরো বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে দেখছি। কোনো চিকিৎসক নিয়মবহির্ভূতভাবে নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স নিয়েও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করলে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেব।’

মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের একটা বড়ো অংশের কাজকর্ম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন উঠেছে। নিয়মিত ডিউটি না করা, সপ্তাহের অর্ধেক সময় কলকাতাতেই বসে থাকা, সকালে মেডিকেলে এসে হাজিরা দিয়ে আবার নার্সিংহোম বা প্রাইভেট চেম্বারে চলে যাওয়ার মতো ভূরিভূরি অভিযোগ বারবার উঠেছে। অভিযোগ, নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স নিয়েও চুটিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে যাচ্ছেন এমন চিকিৎসকের সংখ্যাও কম নয়। এমনকি, রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার (আরএমও) পদটি পুরোপুরি নন-প্র্যাকটিসিং হলেও মেডিকেলের সিংহভাগ আরএমও হয় নার্সিংহোমে নয়তো কোনো প্রাইভেট চেম্বারে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। মেডিকেল সূত্রেই জানা গিয়েছে, নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স নিয়ে যেসব বিভাগের চিকিৎসকরা নিয়মিত প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন, তাঁরা বেশিরভাগই সার্জারি ও প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক। অভিযোগ, সার্জারি বিভাগের চিকিৎসকদের একাংশের মদতেই মেডিকেলে দালালচক্রের রমরমাও বাড়ছে। বহির্বিভাগ থেকে অন্তর্বিভাগ সর্বত্রই দালালদের রমরমা। সার্জারির অন্তর্বিভাগে কোন রোগী কোন শয্যায় ভরতি রয়েছেন, কার কার জটিল সমস্যা রয়েছে-এই সমস্ত কিছুই দালালদের নখদর্পণে থাকছে। পাশাপাশি, বহির্বিভাগেও দালালদের দৌরাত্ম্য ক্রমশ বাড়ছে। দেখা গিয়েছে, সার্জারির বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টার দালালরা ঘিরে থাকছে। নতুন, পুরোনো যে রোগীই আসুক না কেন, দালালরা তাঁদের মগজধোলাই করছে। সমস্যা জেনে নিয়ে তাঁদের বাইরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। অভিযোগ, বহির্বিভাগে কোনো রোগী চিকিৎসককে দেখিয়ে বের হওয়ার পরেই ভিতর থেকে দালালদের ইশারা করা হচ্ছে। সেই ইশারামতোই দালালরা ওই রোগীর টিকিট হাতিয়ে নিচ্ছে। কী কী পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে তা দেখে নিয়ে বাইরের ল্যাবরেটরি থেকে পরীক্ষাগুলি করার জন্য বলছে। মেডিকেলের যেসব চিকিৎসকরা এসব চক্রের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের সিংহভাগই নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স নেন অথবা আরএমও হিসাবে কর্মরত রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে, মোটা টাকার নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স নিয়েও যেসব চিকিৎসক এভাবে প্র্যাকটিস করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের বিষয়টি দেখার কথা। তাঁর কাছেই চিকিৎসকদের কে নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স নিচ্ছেন, কারা তা নেন না তার তালিকা থাকে। অধ্যক্ষই এসমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে পারেন। কিন্তু অভিযোগ, তিনি এসব নিয়ে পুরোপুরি নির্বিকার। বিষয়টি নিয়ে অধ্যক্ষের মতামত জানার জন্য তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্মেলন

নাগরাকাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্লক পঞ্চায়েতিরাজ সম্মেলনের জন্য নাগরাকাটার সুলকা মোড়ে একটি সভা করল সংগঠনটি। সভায় ঠিক হয়েছে ২২ ফেব্রুয়ারি নাগরাকাটার মহাদেব মোড়ের সুপার মার্কেট সংলগ্ন নির্মীয়মাণ বাসস্ট্যান্ডের মাঠে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে। উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের এক মন্ত্রী সহ দলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী এবং অন্য শীর্ষ নেতারা। এদিন দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওই সভায় তৃণমল যুব কংগ্রেসের পাঁচটি অঞ্চল কমিটির সভাপতি সহ অন্য পদাধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন নাগরাকাটার বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা। তিনি বলেন, পঞ্চায়েতিরাজ সম্মেলন থেকে আগামী পঞ্চায়েত ভোটে দলের যুব কর্মীদের দায়িত্ব ঠিক করে দেওয়া হবে। সভায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি প্রকাশ নার্জিনারি, তৃণমূলের ব্লক কমিটির চেয়ারম্যান গোপাল ছেত্রী প্রমুখ। -সংবাদ নিউজ সার্ভিস

শিবরাত্রির মেলা

রাজগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শতাব্দী প্রাচীন রাজগঞ্জের ভদ্রেশ্বরে মেলা শুরু হল মঙ্গলবার থেকে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে প্রতি বছর মেলা বসে ভদ্রেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে। এদিন মেলার উদ্‌বোধন করেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

উদ্যোগী পুলিশ

জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রেডব্যাংক চা বাগানের নিখোঁজ দুই বাসিন্দার খোঁজে ব্যবস্থা নিল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের পক্ষ থেকে ওই দুই বাসিন্দার নিখোঁজ নিয়ে অভিযোগ পাওয়ার পরে চলতি মাসের ৬ তারিখে জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) মলয় হালদার এব্যাপারে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। পরংতুশ ওরাওঁ এবং মুকেশ ওরাওঁ নামের ওই দুই ব্যক্তির ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার কথা বলেছেন মলয়বাবু। পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি জানিয়েছেন, এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানাকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সহবাসের অভিযোগে ধৃত

রাজগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। জানা গিয়েছে, বিশ্বজিৎ দেবসিংহ নামের ওই যুবক বিবাহিত। তার বাড়ি আশিঘরে। সাহুডাঙ্গির কাছে ভেক্কিপাড়ার বাসিন্দা এক যুবতির সঙ্গে একাধিকবার সহবাস করেছে ওই অভিযুক্ত। মঙ্গলবার মেয়েটি বাড়িতে বিষয়টি জানায়। সেদিনই আমবাড়ি ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

বিজেপির সভা

চালসা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে মেটেলি ব্লকের ডাঙ্গি চা বাগানে সভা করল বিজেপি। মঙ্গলবার বাগানে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তথা ডুয়ার্সের বিজেপি নেতা জন বারলা, এসটি মোর্চার জেলা সভাপতি প্রদীপ তিরকি, সাধারণ সম্পাদক রবার্ট মুন্ডা, এতোয়া টোপ্পো প্রমুখ। বিজেপির মেটেলি মণ্ডল (সমতল) সভাপতি দীপংকর ধরের দাবি, এদিনের সভায় বাগানের বহু মানুষ বিজেপিতে যোগদান করেন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন সহ সাংগঠনিক নানা বিষয় নিয়েও আলোচনা হয় সভায়।

–সংবাদ নিউজ সার্ভিস

মডেল চা বাগান পাবে জলপাইগুড়ি জেলা

নাগরাকাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার প্রতিটি ব্লকের একটি করে চা বাগান বেছে নিয়ে সেগুলিকে মডেল বাগানে পরিণত করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। বিষয়টি এখনই চূড়ান্ত না হলেও প্রশাসনিক স্তরে এ ব্যাপারে আলোচনা শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা জানিয়েছেন, মডেল বাগানগুলোতে শ্রমিক-বাসিন্দাদের বিকল্প রোজগারের পথ দেখানো হবে। কোন চা বাগানগুলিকে এজন্য বেছে নেওয়া হবে, সেই তালিকা সংশ্লিষ্ট ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেই ঠিক করা হবে। যেহেতু জেলায় মোট সাতটি ব্লক রয়েছে- সেই হিসেবে সাতটি বাগানকে আপাতত মডেল বাগানে পরিণত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা জানিয়েছেন, চা বাগানগুলিতে পরিস্রুত পানীয় জলের সংস্থান করে দিতেও বর্তমানে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। এ কাজে এগিয়ে এসেছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। এছাড়াও বাগানের পরিকাঠামোর উন্নয়নে সাহায্য করছে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তর থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরও। নাগরাকাটা, মেটেলি, মালবাজার ও ধূপগুড়ির বেশকিছু চা বাগানের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পানীয় জলের সংকট মেটাতে মোট ৭০টি রিগবোর টিউবওয়েল তৈরি করা হচ্ছে। চা বাগানে খোলা হচ্ছে একের পর এক ন্যায্যমূল্যের র‍্যাশন দোকান। জেলার এক আধিকারিকের কথায়, ২০১৭ সালের জুলাইতেও ১৩.৯৩ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছিল। তা ছয়মাসের মধ্যে একধাক্কায় কমিয়ে ৭.৩৮ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। প্রশাসনের লক্ষ্য, জেলাকে অপুষ্টিমুক্ত হিসেবে ঘোষণা করা। এদিকে, মডেল বাগান গড়ার প্রশাসনিক ভাবনাকে মুক্তকণ্ঠে স্বাগত জানিয়েছে চা বাগানের মালিক থেকে শুরু করে শ্রমিকদের সংগঠনগুলিও।

নদীদূষণের অভিযোগ

বাগডোগরা বিমানবন্দরের পাশে থাকা পুনাই নদী এখন দূষণের কবলে।

বাগডোগরা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নদীদূষণ ছড়ানোর অভিযোগে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে নিজেদের অসন্তোষের কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন স্থানীয় পুনাইবস্তি ও ভুট্টাবাড়ি এলাকার মহিলারা। তাঁদের বক্তব্য, বিমানবন্দরের আবর্জনা ফেলায় স্থানীয় নদীটি দূষিত হচ্ছে। আর এই দূষণের প্রভাব পড়ছে স্থানীয়দের দৈনন্দিন জীবনেও। অন্যদিকে, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, ময়লা ফেলার মতো অন্য কোনো জায়গা না থাকার, জন্যই এই সমস্যা হচ্ছে।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের পার্শ্ববর্তী নদীটিকে স্থানীয়ভাবে পুনাই নদী বলা হয়। এলাকাবাসী এই নদীর জল নানা কাজে ব্যবহার করেন। এমনকি পানের জন্য এই নদীর জলের উপরেই নির্ভর করেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই নদীতে বিমানবন্দরের যাবতীয় আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। ফলে নদীর জল দূষিত হয়ে যাচ্ছে। ওই জল ব্যবহার করায় শরীরে চর্মরোগের সৃষ্টি হচ্ছে। এদিন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের ক্ষোভের কথা জানান স্থানীয় মহিলারা। এই প্রসঙ্গে বিমানবন্দরের কর্মাশিয়াল ম্যানেজার এস এন ঠাকুর বলেন, বিকল্প জমি না থাকায় নদীতে আবর্জনা খোলা হচ্ছে। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে বলে স্থানীয়দের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। স্থানীয়রা অবশ্য জানিয়েছেন, নদীতে নোংরা ফেলা বন্ধ না হলে বিমানবন্দরে প্রবেশ করার প্রধান রাস্তাটি বন্ধ করা দেওয়া হবে।

প্রতিবন্ধীদের শিবির

ডালখোলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিনা খরচায় সার্টিফিকেট তৈরি করে দিতে চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হল স্থানীয় লোধন উচ্চবিদ্যালয়ে। মঙ্গলবার গোয়ালপোখর-১ ব্লকের ৫টি পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিবন্ধীদের সার্টিফিকেট বানিয়ে দেওয়ার জন্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানান বিডিও রাজু শেরপা। তিনি জানান, এলাকার ৫টি পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ৪৩২ জন প্রতিবন্ধীকে পরীক্ষা করে দেখেন চারজন ডাক্তার। আগামী এপ্রিল মাসে তাঁদের হাতে প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হবে। টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট তৈরি করে দেওয়ার নামে এক শ্রেণির দালালচক্রের কবলে পরে বিভিন্ন সময় প্রতারিত হচ্ছিল এলাকার প্রতিবন্ধীরা। এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ও গোয়ালপোখর-১ ব্লকের আধিকারিকদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ওই ব্লকের এক প্রতিবন্ধী শুধাংশুকুমার বালা।